‘সরকার সব সময় ষড়যন্ত্র করছে কীভাবে বিরোধী দলের হাত-পা বেঁধে রাখা যায়’

-কাজী জাফর উল্লাহ এমপি

প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হয়ে সরাসরি প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী রাজনীতিতে ব্যতিক্রম ঘটনা। বর্তমানে দলের অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি, নীতি-নির্ধারক। দলের ব্যবসায়ী সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠজন। রাজপথের নেতা না হয়েও ক্ষমতাধর ব্যক্তি তিনি। চলমান সময়ের নানা প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিলেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেশে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। এরা বিরোধী দলকে দমনের নামে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ৬০ হাজার সন্ত্রাসী জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে। তারাই আবার অপারেশন ক্লিন হার্ট পরিচালনা করেছে। এরপরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। তৈরি করেছে র‍্যাব, চিতা, কোবরা প্রভৃতি। এতসব কিছুর পরও সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি শক্তির বিকাশ ঘটেছে। সশস্ত্র এই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীই বোমাবাজির মাধ্যমে সারা দেশে নিজেদের শক্তির একটি রিহার্সেল দিয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকদের সমন্বয়ে গঠিত এ সরকারের ছত্রছায়ায় এসব অপশক্তি একের পর এক বোমা হামলা চালাচ্ছে। বিভিন্ন সময় সরকার এদের মদদ দিয়ে বর্তমানে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

২০০০ : পরিকল্পিত এ বোমা হামলার পেছনে সরকারের হাত রয়েছে, আপনি এটা নিশ্চিত হলেন কীভাবে?

কাজী জাফর উল্লাহ : এ সরকারের আমলেই দেশে প্রথমবারের মতো গ্রেনেড হামলা হয়েছে। সেই হামলায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছে সফল অর্থমন্ত্রী (সাবেক) শাহএএমএস কিবরিয়া ও সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার, মমতাজসহ অনেককে। সরকারের পক্ষপাতিত্বমূলক তদন্তেও দেখা গেছে, প্রত্যেক হামলা এবং হত্যার সঙ্গে সরকারি দলের লোকজন জড়িত। দেশে মৌলবাদের বিকাশ ঘটেছে জেনারেল জিয়ার হাত ধরে। আর একে লালন-পালন করছে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। প্রথমবারের মতো সারা দেশে বোমাবাজি করেছে সাম্প্রদায়িক উগ্র মৌলবাদী শক্তি। এরা সরকারেরই একটা অংশ। সরকারের সহযোগিতা না থাকলে এ ধরনের হামলা হতে পারে না।

২০০০ : আপনাদের হাতে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ আছে যে বোমা হামলার সঙ্গে সরকার জড়িত?

কাজী জাফর উল্লাহ : বোমা হামলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা। প্রত্যেক জেলা এবং থানার গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের গ্রেপ্তার করে নির্মম নির্যাতন চালানো। আমরা যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের কর্মসূচি নিয়ে সব বিরোধী দলকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি, তখনই এ হামলা চালানো হলো। হামলা চালিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করা হলো। সেদিন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়টি আমরা জেনে যাই। জননেত্রী শেখ হাসিনা ফেরিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারের সম্পৃক্ততা ও ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন। মিডিয়ার বন্ধুরা তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইলে সাংবাদিক সম্মেলনের কথা পত্রিকার সম্পাদক এবং অফিসে জানিয়ে দেন। দ্রুত মিডিয়ার লোকজন জেনে যাওয়ায় সরকারের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন ১৪, ১৫, ১৬ তারিখে হামলা হবে এ বিষয়টি তারা জানতো। হামলা হয়েছে ১৭ তারিখে। এ বিষয়টিও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘ইটস টোটাল ফেইলিওর’। এ হামলার পেছনে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সম্পৃক্ততা রয়েছে এটা আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

২০০০ : আন্দোলনের কথা বলছেন। নিরুত্তাপ হরতাল পালন ছাড়া জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের কর্মসূচি নেই কেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : আওয়ামী লীগ জনগণের দল। জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের বিকাশ। আওয়ামী লীগের আন্দোলন-কর্মসূচিতে সব সময় সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকে। আমরা হরতাল চাই না। সরকার আমাদের হরতাল পালনে বাধ্য করছে। আর হরতাল নিরুত্তাপ হচ্ছে এ কথা ঠিক নয়। সরকারের মদদপুষ্ট পুলিশ বাহিনী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বের হতে দেয় না। সাধারণ জনগণকে অংশগ্রহণ করতে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তারপরেও প্রতেকটি হরতাল সফলভাবে পালিত হয়।

আমরা হরতাল চাই না। সরকার আমাদের হরতাল পালনে বাধ্য করছে। আর হরতাল নিরুত্তাপ হচ্ছে এ কথা ঠিক নয়। সরকারের মদদপুষ্ট পুলিশ বাহিনী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বের হতে দেয় না। সাধারণ জনগণকে অংশগ্রহণ করতে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে

২০০০ : হরতালে দলীয় ব্যবসায়ী নেতারা মাঠে নামেন না। হরতাল ডেকে নিজস্ব কর্মকান্ড চালান বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি স্ববিরোধী নয় কি?

কাজী জাফর উল্লাহ : আওয়ামী রাজনীতিতে ব্যবসায়ী নেতা বলে কিছু নেই। আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক। জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সব রাজনৈতিক কর্মসূচি ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করি। আমরা মাঠে নামি না বা হরতাল ডেকে নিজস্ব কর্মকান্ড চালাই, এ অভিযোগ সত্য নয়। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে স্ববিরোধী বলে কিছু নেই।

২০০০ : শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকতে বলেছিলেন, 'আমরা আগামীতে বিরোধী দলে গেলেও হরতাল পালন করবো না।'

কাজী জাফর উল্লাহ : মিথ্যা এবং ভন্ডামির রাজনীতি বিএনপির স্বভাবসুলভ অভ্যাস। স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে বিএনপি হঠাৎ আই মেজর জিয়া...' বাজিয়ে শোনায়। আগের অংশ বলে না। হরতালের ক্ষেত্রেও আগে ও পরের অংশ না শুনিয়ে মাঝের একটি লাইন শোনায়। তারপরেও আমি বলতে চাই সরকার যদি আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা প্রদান না করে তবে আমরা হরতাল পালন করবো না।

২০০০ : সরকারের ব্যর্থতার খতিয়ান অনেক বড়। বিরোধী দল হিসেবে যথার্থ দায়িত্ব পালনে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : আমি এখানে আপনার সঙ্গে একমত না। আমরা বিরোধী দল হিসেবে জনগণের সঙ্গেই আছি, আগেও ছিলাম, আগামীতেও থাকবো- যতই আমাদের ওপর নির্যাতন করা হোক। আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে, আওয়ামী লীগ হচ্ছে দেশের বৃহত্তর সেক্যুলার ডেমোক্রেটিক পার্টি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে জনগণের ওপর ভর করে। বিরোধী দল হিসেবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব সরকারি দলের ব্যর্থতা জনগণের সামনে তুলে ধরা, আমরা তা করেছি। সরকার সব সময় ষড়যন্ত্র করছে কীভাবে বিরোধী দলের হাত বেঁধে রাখা যায়। আমরা যখন জনগণকে যৌক্তিক আন্দোলনের কথা বোঝানোর চেষ্টা করছি তখনই সরকার ষড়যন্ত্র করে নানা ঘটনার জন্ম দেয়। এখানে উল্লেখ করতে চাই, আমরা যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি, ঠিক তখনই সরকার পরিকল্পিতভাবে সারা দেশে বোমা হামলার ঘটনা ঘটালো আর এটা করা হলো জনগণের অ্যাটেনশন ডাইভার্ট করার জন্য। আমাদের সফলতায় সরকার ষড়যন্ত্র করছে এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরোধী দল হিসেবে আমরা ব্যর্থ নই বরং সফলভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি।

২০০০ : আন্দোলন হচ্ছে যেগুলো তা সব আপনাদের দলীয় কর্মসূচি বা ইস্যু। জনগণের কথা নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে না কেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : আওয়ামী লীগ জনগণের দল। কর্মসূচিও জনগণের। সরকার বিরোধী যে আন্দোলন চলছে তাও জনগণের মুক্তির জন্য। বর্তমান সরকার জনগণকে তার প্রতিপক্ষ মনে করছে। আমরা জনগণের সঙ্গে আছি। আমাদের সকল কর্মসূচিই জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফল। আমরা যে আন্দোলন করছি তাতে জনগণের কথাই প্রতিফলিত হচ্ছে।

২০০০ : তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন সরকার জনগণের প্রতিপক্ষ?

কাজী জাফর উল্লাহ : সরকারের আচরণ দেখে যে কেউ বলবে এ কথা। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ না করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। লুটপাট করতে গিয়ে জনগণকে সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলেছে।

২০০০ : ক্ষমতায় আপনারা ছিলেন। এ কাজ আপনারাও করেছেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : আমরা কখনোই জনগণকে আমাদের প্রতিপক্ষ ভাবিনি। জনগণকে শোষণ করে নিঃস্ব করার কোনো পলিসি আমাদের ছিল না।

২০০০ : এ ধরনের কোনো পলিসি কী বর্তমান সরকারের রয়েছে।

কাজী জাফর উল্লাহ : সরকার প্রথম থেকেই বিভিন্ন বিতর্কিত ভবনের জন্ম দিয়েছে। এসব ভবন চলছে জনগণের শোষণ করা টাকায়। বর্তমান সরকার জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কোনো পলিসি গ্রহণ করেনি। বরং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে দিশেহারা করে ফেলেছে।

২০০০ : সরকার প্রথম থেকেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ। এ ব্যাপারে আপনারাও যৌক্তিক আন্দোলন গড়ে তোলেননি কেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে এ কথা সত্য, তবে আমরা বিষয়টি যৌক্তিকভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরিনি এ কথা ঠিক নয়। প্রথমত আমাদের সব সমাবেশ, জনসভায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত লিফলেট প্রকাশ করে উভয় সরকারের আমলের দ্রব্যমূল্যের চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরেছি। তৃতীয়ত আমরা সর্বশেষ কর্মসূচি হিসেবে হরতাল পালন করেছি। তারপরও সরকার সচেতন হয়নি। বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে দ্রব্যমূল্যের দাম প্রতিদিন বেড়ে গেলে যেন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার খুশি হয়।

২০০০ : জনগণ আপনাদের ভোট দিয়ে সংসদ সদস্য বানিয়েছে সংসদে গিয়ে তাদের কথা বলার জন্য। আপনারা সংসদে যাচ্ছেন না। বলছেন কথা বলতে দিচ্ছে না। আপনারা সংসদ কার্যকর করার চেষ্টা করেছেন তারই বা প্রমাণ কি?

কাজী জাফর উল্লাহ : দেখেন এ প্রশ্নটা আমাদের প্রতি খুবই অন্যায়। কারণ সরকার আমাদের কথা বলতে দেয় না, আপনাদের স্বাধীনভাবে লিখতে দেয় না। সরকার যখন নিজের অনুষ্ঠান হয় তখন স্পিকার বিভিন্ন মিডিয়াকে যেতে অনুমতি দেয়। কিন্তু যখন বিরোধীদলীয় নেতা অনুষ্ঠানে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ডাকে স্পিকার অনুমতি দেয় না। এ বিষয়টি সাংবাদিক হিসেবে আপনি নিজেও জানেন। সংসদে বিরোধী দলীয় সংসদ নেতার মাইক বন্ধ করে দেয়া হয়। আমরা চেষ্টা করিনি এটা ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই গত বছর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হলে আমিসহ চারজন সংসদ সদস্য আহত হই। আমরা সংসদের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে ডিমান্ড করেছিলাম গ্রেনেড হামলা নিয়ে সংসদে আলোচনা করা প্রয়োজন কিন্তু আমাদের আলোচনা করার কোনো সুযোগ দিল না সরকার। একইভাবে আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহএমএস কিবরিয়া হত্যায় কোনো আলোচনা করতে দেয়নি। তো আপনারা কোথায় দেখলেন সরকার আমাদের কথা বলতে দেয় আর আমরা চেষ্টা করি না। এতো বড় গ্রেনেড হামলা হলো, ২২ জন নেতা-কর্মী মারা গেল, দলীয় সভানেত্রীকে হত্যার বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে অথচ সেই কথাও সংসদে দাঁড়িয়ে বলা যাচ্ছে না। তাহলে আমরা সংসদে গিয়ে কি আলোচনা করবো। জনগণের স্বার্থে কি আলোচনা করার আছে।

২০০০ : '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পূর্বে সাংগঠনিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ক্ষমতায় এসে নড়বড়ে হয়ে যায়। ২০০১ সালে নির্বাচনের পরে আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর পেছনে কি কারণ রয়েছে?

কাজী জাফর উল্লাহ : আমি মনে করি আপনার এ তথ্য সঠিক নয়। আওয়ামী লীগ একটি সেক্যুলার ডেমোক্রেটিক ফোর্স। আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি গ্রামে, তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম আছে। প্রত্যেক ওয়ার্ড, ইউনিয়নে কমিটি রয়েছে। ধরেন আমি প্রেসিডিয়াম সদস্য। আমি দেশের যেকোনো

গ্রামে গিয়ে আমার পরিচয় দিলে সেকেন্ডের মধ্যে লোক জড় হয়ে পড়বে। অতএব আমাদের লোকজন ঠিকই আছে। তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের শক্তি যথেষ্ট আছে।

ইনশাল্লাহ দিনের পর দিন এ শক্তি বাড়ছে। কিন্তু সরকারের যে নীতির কারণে, অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে অনেক নেতা-কর্মী নিজ এলাকায় থাকতে পারে না। বাইরে থাকে। এক শীতে মাঘ যায় না। দিন এ রকম যাবে না। পরিস্থিতির বদল হবে। সেদিন দেখবেন আওয়ামী লীগের সংগঠন লোহার মতো শক্ত।

২০০০ : দলের মধ্যে আপনাদের নানা বিরোধ রয়েছে। গ্রুপিংয়ে দল বিপর্যস্ত। এ গ্রুপিং নিরসনের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না কেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : আওয়ামী লীগ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল। সেখানে লবিং গ্রুপিং থাকবে এটা স্বাভাবিক। এর জন্য দল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনি। যেখানেই গ্রুপিং দেখা দিয়েছে সেখানেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০০০ : দলে সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে জুনিয়র নেতাদের দ্বন্দ্ব রয়েছে।

কাজী জাফর উল্লাহ : বিষয়টি সত্য নয়। সিনিয়রদের সঙ্গে জুনিয়রদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

২০০০ : ২০০১ সালের নির্বাচনের পর কাউন্সিলে দলকে গতিশীল করার জন্য নতুন পদ তৈরি করা হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা নতুন নেতৃত্বের প্রতি হতাশ। আপনি এটাকে কিভাবে দেখেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : ২০০১-এর নির্বাচনের পর আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেই দলকে গতিশীল করার। সে জন্য তৈরি করা হয় নতুন পদ। দায়িত্বপ্রাপ্ত অনেকেই হয়তো সুপার পারফর্মেন্স দেখাচ্ছে এটা ঠিক নয়। তবে খুব খারাপ করছে তাও নয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা নতুন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আনতে কিছু সময় লাগবে। তবে কর্মীরা নেতাদের কর্মকান্ডে হতাশ নয়।

২০০০ : প্রতিপক্ষ মাঝেমধ্যেই বলে আওয়ামী লীগ নেতিবাচক রাজনীতি করে। আপনি একমত পোষণ করেন কি?

কাজী জাফর উল্লাহ : একদম মিথ্যা। স্রেফ অপপ্রচার। বিএনপি-জামায়াত জোটের অনেক মিথ্যা অপপ্রচারের এটা একটি। আওয়ামী লীগের জন্ম ক্যান্টনমেন্ট বা পাকিস্তানের বেলুচিস্থানে হয়নি। আওয়ামী লীগ জনগণের দল। সেক্যুলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ষড়যন্ত্র করে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসেনি। গণতন্ত্রকে বুটের তলায় পিষ্ট করেনি। স্বাধীনতা বিরোধী ঘৃণিত জামায়াতকে বুকে টেনে নেয়নি, সশস্ত্র মৌলবাদের জন্ম দেয়নি। অতএব নেতিবাচক রাজনীতির প্রশ্নই ওঠে না।

২০০০ : নির্বাচন নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করা প্রয়োজন, নাকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার প্রয়োজন। আপনারা নির্বাচন কমিশন পাস কাটিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার করতে চাইছেন কেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংস্কার এ দুটিই করা প্রয়োজন। নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ করতে হলে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার করার কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে পাশাপাশি এ দুটোকে নিয়ে কাজ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন যদি সত্যিকার অর্থে ইন্ডিপেনডেন্ট না হয়, যদি মুখে মুখে করা হয় তাতে কোনো কাজ হবে না। এখানে অর্থনৈতিক ইন্ডিপেনডেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি নিয়ে সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তা হলে তারা জিম্মি হয়ে পড়বে। এ অবস্থা থেকে নির্বাচন কমিশনকে মুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করতে হবে। নির্বাচন কমিশন যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

> বিরোধী দল হিসেবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব সরকারি দলের ব্যর্থতা জনগণের সামনে তুলে ধরা, আমরা তা করেছি। সরকার সব সময় ষড়যন্ত্র করছে কীভাবে বিরোধী দলের হাত বেঁধে রাখা যায়। আমরা যখন জনগণকে যৌক্তিক আন্দোলনের কথা বোঝানোর চেষ্টা করছি তখনই সরকার ষড়যন্ত্র করে নানা ঘটনার জন্ম দেয়

২০০০ : আপনারা বলছেন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হবে। যেখানে সরকারি দল ও বিরোধী দলের নেতাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ সেই জায়গায় এটা কীভাবে সম্ভব?

কাজী জাফর উল্লাহ : কাজটা হয়তো কঠিন। কিন্তু বাস্তবে আমাদের তো কিছু একটা করতে হবে। দেখেন সরকার যাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করতে গিয়ে বিব্রতবোধ করেছে। এ ক্ষেত্রে সরকার আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতো। আলোচনা করতে কোনো বাঁধা ছিল না। তখন প্রধানমন্ত্রী বলেছিল এ বিষয়ে সাংবিধানিকভাবে আমাদের আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আলোচনা করলে ক্ষতি কোথায় ছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬ সাজানো নাটকের নির্বাচনের পর খালেদা জিয়া বাধ্য হয়েছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল আনতে। যদি আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে না আসে জাতির সঙ্গে বেইমানি করে তাহলে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার এবারেও সংস্কারের বিল মানতে বাধ্য হবে। আপনি একটা কথা হয়তো মানবেন যে লাইফটা হচ্ছে অন গোয়িং প্রসেস। এটা নিয়ত পরিবর্তন হয়। দশ বছর আগে যে বিষয়টি সত্য ও সঠিক ছিল আজকে তা নাও থাকতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান যে একজন বিচারপতিকে করতেই হবে এ রকম আচরণ কেন আমাদের সরকারের। এর মাধ্যমে সরকার বোঝাচ্ছে তারা একটি নীল নকশা করে রেখেছে। কাজেই সকলের মতামত নিয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োগ দিতে হবে।

২০০০ : প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ক্রমশ ব্যবসায়ীদের দলে পরিণত হয়েছে। সাধারণ কর্মীরা মনে করে আওয়ামী লীগ একই ধারা অনুসরণ করতে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

কাজী জাফর উল্লাহ : আমি এটা মনে করি না। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে উৎসাহবোধ করছি না।

২০০০ : কোনো সরকারই নির্বাচনী মেনিফেস্টো মেনে চলার ব্যাপারে কতোটুকু আন্তরিক থাকবেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : হ্যাঁ আমরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন '৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করলে সব নির্বাচনী ওয়াদা পালন করেছিলাম। আগামীতেও যদি আমরা ক্ষমতায় আসি তবে আমরা জনগণকে এতোটুকু আশ্বস্ত করতে পারি নির্বাচনী ওয়াদা অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলবো।

২০০০ : সরকার বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কাজী জাফর উল্লাহ : সরকার বিরোধী আন্দোলনে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। বরং জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সফল। আর সফল বলেই বারবার সরকার তাঁর ওপর হামলা করছে। বারবার আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি আন্দোলন থেকে পিছে সরে আসেনি। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেনি। আমরা তাঁর নেতৃত্বে, তাঁর ইনকারেজমেন্টে দিন-রাত খেটে যাচ্ছি। অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের জয় চিরদিন। সরকার গোয়েবলসীয় কায়দায় যে মিথ্যাচার করছে তা কোনোদিন সফল হবে না। অন্ধকারের অনামিশা দূর হয়ে সকালের সূর্য উদিত। তখন সব কিছু দূর হয়। অতএব শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সত্যের জয় হবেই ইনশাল্লাহ।